بسم الله الرحمن الرحيم

জার্মানীর ফ্র্যাঙ্কফুর্টস্থ বাইতুস সুবুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৯ই সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে আহমদীয়া মুসলিম জামাত জার্মানীর সালানা জলসা তিন দিনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শেষে সমাপ্ত হয়েছে। প্রস্তুতির প্রেক্ষাপটে সারা বছরই জলসা সালানার কাজ হয় এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। শত শত স্বেচ্ছাসেবী জলসার পূর্বেই কাজ শুরু করে দেয় আর জলসা আরম্ভ হলে এমনই মনে হয় নিমিষেই যেন শেষ হয়ে গেল। চোখের পলকে এই তিন দিন কেটে যায়। বাইরে বা অন্যান্য দেশে বসবাসকারী লোকদের হয়তো মনে হতে পারে যে, জার্মানীর জলসা বড় বড় নির্মিত হলে অনুষ্ঠিত হয়, এখানে তারা সবকিছু পূর্ব থেকেই প্রস্তুত পেয়েছে। এখানকার স্বেচ্ছাসেবীদের কিইবা কাজ বা কাজই বা তারা করে থাকে। বড় বড় হলেই যদিও জলসা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু তাসত্ত্বেও কিছু কাজ এমন রয়েছে যা নিজেদেরই করতে হয় আর কঠোর পরিশ্রমের দাবি রাখে। প্রকান্ড আকারের হল হওয়া সত্ত্বেও আবাসন, খাবার রান্না করা ও পরিবেশন এবং বিবিধ কাজের উদ্দেশ্যে সাময়িক স্থাপনা গড়ে তুলতে হয় যা মেইন বিল্ডিংয়ের বাইরে হয়ে থাকে, তাবু ইত্যাদিও লাগাতে হয়। এছাড়া হলের ভিতর বসার ব্যবস্থা করা, শব্দ পৌঁছানোর সঠিক ব্যবস্থা নেয়ার মত আরো অনেক কাজ রয়েছে যা স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খোদ্দাম এবং সেই সাথে লাজনা এবং আনসাররাও করে থাকে। এছাড়া জলসার দিনগুলোতে খাবার রান্না করা, খাওয়ানো, পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নেয়া, পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরণের চেকিং, সাউন্ড সিস্টেম যার কথা পূর্বেই আমি বলেছি, এছাড়া এমটিএ-তে জলসাগাহ্র কার্যক্রম দেখানোর পাশাপাশি স্টুডিও থেকেও বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম প্রচার করা হয়। এসব কর্মীদের মাঝে পুরুষরা রয়েছে আরও রয়েছে মহিলারা, যুবক-যুবতীরাও রয়েছে এবং শিশুরাও রয়েছে আর এই সমস্ত কর্মীরা জলসায় অংশগ্রহণকারীদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার দাবি রাখে, বিশেষ করে যারা এখানে জলসায় অংশ গ্রহণ করে আর মোটের ওপর বা সাধারণভাবে সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল আহমদীরও তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজ সেবক বৃন্দের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম দেখা এবং শোনার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

অতএব এই সমস্ত কর্মী আমাদের কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পুরস্কৃত করুন। আমিও সেই সমস্ত কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা সকল অর্থে জলসাকে কৃতকার্য করা এবং নিজেদের পূর্ণ শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সকল প্রকার সেবার সুযোগ লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ভবিষ্যতে আরো অধিক সেবার বা খিদমতের তৌফিক দান করুন। এই জলসা যেখানে আমাদের নিজেদের তরবীয়ত এবং শিক্ষার মানকে উন্নত করে সেখানে বিশেষ করে জলসায় অংশগ্রহণকারীদেরকে আর মোটের ওপর সারা পৃথিবীতে যারা এমটিএ-র মাধ্যমে অনুষ্ঠান দেখে তাদের জন্যও সেখানে একই সাথে যেসব অ-আহমদী ও অ-মুসলিম অতিথিবৃন্দ জলসায় আসেন বা আহমদীদের যেসব অ-আহমদী পরিচিতজন রয়েছে বা যেসমস্ত অ-আহমদীদের সাথে তাদের যোগাযোগ রয়েছে এবং এই সুবাদে যারা এমটিএ-

তে আমাদের প্রোগ্রাম দেখে, এর মাঝে কতক বিরোধীও রয়েছে যারা অনুষ্ঠান দেখে, প্রায়শঃ এই জলসা তাদের জন্য তবলীগের কাজ করে, যারা এখানে অংশগ্রহণ করে তাদের জন্যও আর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যদের জন্যও। অনেক আহমদী এটি বলেও থাকেন যে, আমাদের কন্টাক্টস বা যাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে জলসার কল্যাণে আমাদের সাথে তাদের যোগাযোগ বন্ধন আরো দৃঢ় হয়েছে এবং জামাত সম্পর্কে তাদের জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক অ-মুসলিম এবং অ-আহমদী এমন আছে যারা এখানে জলসায় অংশগ্রহণ বা যোগদানের জন্য আসে আর এখানকার পরিবেশ দেখে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়। অতএব এই জলসা সালানার অগণিত কল্যাণরাজি রয়েছে আর এখন পৃথিবীর সকল দেশে জলসার প্রেক্ষাপটে এরই বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। জার্মানীতে জলসা চলাকালে অ-আহমদীদের ওপর যে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে তার মধ্য থেকে কিছু ঘটনা এখন আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। গত দু'তিন বছর যাবৎ জার্মানীর জলসায়ও বয়আত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এবছর ১৪টি দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ৮৩জন নর-নারী তাতে অংশ নেয় এবং বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হয়। কতক বয়আতকারীর হৃদয় জলসার কার্যক্রম এবং আহমদীদের আচার ব্যবহার আর সদাচরণের কারণে আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর এ কারণে তারা বয়আত করেছেন।

বসনিয়া থেকে আগত একজন মেহমান ইবরাহীম সাহেব বলেন, আহমদীয়াতই প্রকৃত সত্য যারা কুরআনের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমার ওপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়েছে হুযূরের খুতবা এবং বক্তৃতার। তিনি এতে আমার প্রশ্ন সমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছেন। এর ফলে আমার হৃদয় সকল দিক দিয়ে পরিতৃপ্ত ও আশ্বস্ত হয়েছে এবং আমি বয়আত করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়েছি। এখন আমি আপাদমস্তক একান্তই খলীফাতুল মসীহ্‌র হয়ে থাকতে চাই। আমি তাঁর নৈকট্য পেতে চাই। আপনাদের সংগঠন, আপনাদের ভালোবাসা এবং শান্তি আমাকে দিওয়ানা বা উন্মাদপ্রায় করে তুলেছে। আরেক বন্ধু যার সম্পর্ক ইরাকের সাথে কিন্তু থাকেন এখানে, নাম রিয়ায সাহেব, তিনি বলেন, একজন আহমদীর মাধ্যমে জামাতের সাথে আমার পরিচয় ঘটে। এরপর জামেয়া আহমদীয়ায় দু'টো আরব মিটিংয়ে স্বপরিবারে অংশগ্রহণের সুযোগ হয় যেখানে আপনাদের স্থানীয় ইমামের মাধ্যমে জামাতী বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হই, যা ছিল আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন এবং সত্যভিত্তিক ও হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী। এরপর জলসা সালানায় যাওয়ার সুযোগ হয়। এই দৃশ্য আমার জন্য যারপরনাই আশ্চর্যজনক ছিল। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ, মানবিক মূল্যবোধ, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ভ্রাতৃত্বের এই পরিবেশ আমার মতে আহমদীয়াত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও চোখে পড়ে না। আমি সর্বত্র শুধু ভালোবাসাই দেখতে পেয়েছি। আর খলীফার বিভিন্ন বক্তৃতা আন্তরিক আবেগের পরিচায়ক। আমি কসম খেয়ে বলছি যে, পৃথিবীতে ইসলামের একান্ত সুন্দর এই চিত্র অন্য কোন ফির্কার কাছে নেই এই সবকিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর আমার এবং আমার পরিবারের আহমদীয়াত গ্রহণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। ফিরে এসে যখন আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজনকে সবকিছু বললাম যে, আমরা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি তখন তারা বলা আরম্ভ করে যে, আপনারা আমাদেরকে কেন অবহিত করেননি, আমাদেরকে কেন সাথে নিয়ে যাননি। এসব কথা শুনার পর আমরাও আহমদীয়াতভুক্ত হতে চাই।

এরপর আরেক বন্ধুর নাম হলো সালমান সাহেব। তিনি বলেন, একজন আহমদীর মাধ্যমে জামাতের সাথে আমার পরিচয় হয়। তার স্বভাব চরিত্রে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হই যার কারণে আমি জামাত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। এরই প্রেক্ষিতে জলসায় আসি। এখানে সবকিছু দেখে আমার জগত বদলে গেছে। জলসার পরিবেশ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এমন সুশৃঙ্খল জনসমাবেশ জীবনে আমি আগে কখনো দেখিনি। মানুষের স্বভাব-চরিত্র, তাদের সদ্ব্যবহার, প্রীতি ও ভালোবাসা পূর্ণ পরিবেশ বর্তমানে আহমদীয়াত ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। এসবকিছু দেখে আজকে আমি আহমদীয়াতভুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি। এরপর তিনি বয়আত করেন। অতএব এক আহমদীর উচিত এইসব উন্নত চরিত্র ও সুন্দর স্বভাবের ক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয় হওয়া। এগুলো তবলীগের কারণ হয়।

এরপর বসনিয়ার একজন অতিথি ছিলেন বায়রন সাহেব। তিনিও বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করছি। জলসার সময় আহমদীয়াতকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে এবং জামাত সম্পর্কে সমধিক পরিচিত হয়েছি। এটি সত্য জামাত যারা সঠিক পথে বা সিরাতে মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত। জলসায় আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা শুনে তাঁর হাতে বয়আতের সিদ্ধান্ত নেই এবং বয়আত করে আহমদীয়া জামাতে যোগ দেই। আমি নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করি কেননা খলীফায়ে ওয়াক্ত তাঁর কথার মাধ্যমে আমাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, আমি এই জামাতের অংশ। আমি এই বাণী প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এরপর বেলজিয়াম থেকে আগত একজন অতিথির নাম হলো গ্যারিও সাহেব। তিনি বলেন, এটি এক মহান গণজমায়েত এবং আধ্যাত্মিক সমাবেশ। এমন মনে হচ্ছিল যেন আমরা পরস্পরকে দীর্ঘদিন থেকে জানি। পূর্বে আমি পত্রযোগে বয়আত করেছিলাম কিন্তু আজ গভীর আগ্রহ এবং সচেতনতায় আমার হৃদস্পন্দন অনেক বেড়ে গেছে। আমি সব মুসলমানকে বলবো, এটিই ইসলাম ধর্ম আর এই ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ কর। আমি এই কথা বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আজ আমি বয়আতের জন্য খলীফার সামনে উপস্থিত হয়েছি। আমার মনে আছে চৌদ্দ বছর বয়স থেকে আমি মৌলভীদের কাছে এই হাদীস শুনতাম যে, প্রত্যাশিত ও প্রতিক্ষিত মাহদী আসবেন। আজ আমার সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে আর সবকিছু আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি।

অতএব জলসা নীরব তবলীগের ভূমিকাও পালন করে বা জলসার পরিবেশ তবলীগের কারণ হয়, বক্তৃতা সমূহ তবলীগের কারণ হয় এবং মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই শুধু বক্তৃতাই নয় আমাদের প্রতিটি কর্ম, প্রত্যেক আহমদীর প্রতিটি কর্ম ও আমলকে এমন সুসজ্জিত করা উচিত যেন অ-আহমদীদের ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। শুধু দেখানোর জন্য নয় বরং কার্যত আমাদের প্রতিটি কর্ম এবং আমল যেন আমাদের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ও আমাদের বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি হয়ে উঠে। জলসা সালানায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব অ-আহমদীরা এসে থাকেন তারাও সুগভীর ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে ফিরে যান, আহমদী না হলেও তাদের ওপর গভীর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে বরং অনেকেই জামাতে আহমদীয়ার দূত হিসেবে তবলীগের কাজও করে থাকে। এ বছর জার্মানীর জলসায় যেসমস্ত প্রতিনিধি দল বহির্বিশ্বের দেশ থেকে এসেছে তাদের মাঝে লিথুনিয়া, লাটভিয়া, মেসিডোনিয়া, বসনিয়া, আলবেনিয়া, রোমানিয়া, কসোভো, বুলগেরিয়া, কাযাকিস্তান,

মালটা, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া এবং হাঙ্গেরী থেকে যোগদানকারীরা এসেছিলেন। তাদের প্রতিনিধি দলের সাথে আমার সাক্ষাতও হয়েছে।

লিথুনিয়া থেকে আগমনকারিনী এক মহিলার নাম মারিয়া সাহেবা যিনি লিগ্যাল একাউন্টেন্সি সার্ভিসে প্রজেক্ট ম্যানেজার। তিনি বলেন, জলসায় যোগদান আমার জীবনের এক সুন্দর অভিজ্ঞতা। কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনার্থে প্রায়ই পাকিস্তান, ইরান, ইরাক ও দুবাইয়ের লোকদের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাত হয় যারা ইসলামের মান্যকারী। আমার বন্ধুরা আমাকে প্রায় সময়ই বলে, এরা ইসলামের মান্যকারী আর ইসলাম হলো একটি সন্ত্রাসী ধর্ম। কিন্তু জলসায় যোগদানের পর আমি এটি স্বীকার করতে বাধ্য যে, মুসলমানরা খুবই ভালো মানুষ, তারা পরস্পরের সাহায্যকারী। এই দিনগুলোতে অর্থাৎ জলসার দিনগুলোতে আমার এমন মনে হয়েছে আমি যেন নিজ গৃহেই বসবাস করছি। তাই ফিরে গিয়ে আমার বন্ধুদের মুসলমানদের সম্পর্কে ধারণা আমি পাল্টে দেব।

এরপর লিথুনিয়া থেকে আগমনকারী আরেকজন মেহমান মিসচিপাইস, যিনি লিথুনিয়ার উযুপাস অঞ্চলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, তিনি বলেন, এটি এক মহান জনসমাবেশ। এই জলসা ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গী চিরতরে বদলে দিয়েছে। ইতোপূর্বে এই জামাত সম্পর্কে আমি খুব একটা জানতাম না। জামাতের সদস্যরা অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ এবং গভীর ভালোবাসা রাখে। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন মানুষের হাতে কুরআনের অনুলিপি লিখানোর ধারণাটি আমার খুবই ভালো লেগেছে। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত লোকদের ঐক্যবদ্ধ ও একত্রিত হতে দেখার দৃশ্যও আমার কাছে ভালো লেগেছে।

এরপর মরক্কোর একজন যুবক, নাম হলো জলীল সাহেব। তিনি বেলজিয়ামে বসবাস করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আব্দুল কাদের সাহেব যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় বয়আত করেছিলেন আর তিনিই আমাকে জার্মানী নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, এই প্রথমবার আমি কোন জলসায় যোগদান করি। এক যুবক হিসেবে আমি আমার যুবক ভাইদের এটি বলতে চাই যে, তাদের অবশ্যই এমন সব অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত কেননা এই জলসায় যেগদান করে আমার আত্মিক প্রেরণঅ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার খুবই ভালো লাগছে। আমরা, যুবকরা রাস্তায় যখন চলাফেরা করি তখন পথচারীদের কেউ আপনাকে সালাম করবে এটা বিরলই, কিন্তু এখানে দেখছি এই জলসায় প্রত্যেকেই পরস্পরকে সালাম করছে আর এ কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে এমন সুযোগ করে দিয়েছেন আর এই বরকতময় জলসায় অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি বলেন, প্রথমে যখন এখানে আসি তখন আমার চিন্তা হয় যে, তিন দিন আমি এখানে কি করবো। কিন্তু জলসার অনুষ্ঠান মালায় ধারাবাহিকভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং এখানকার ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার পরিবেশ প্রত্যক্ষ করার পর আমি বুঝতেই পারিনি যে এই তিন দিন কিভাবে কেটে গেছে। জলসার তৃতীয় দিন আমি বয়আতে যোগ দেই এবং বয়আত করি।

এরপর মেসিডোনিয়া এবং তদঞ্চলের অন্যান্য দেশ থেকেও মানুষ এসেছে যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি। এক খ্রিস্টান বন্ধু টোনি সাহেব বলেন, আমি সাংবাদিকতার জগতের সাথে সম্পর্ক রাখি। এর পূর্বে আমি জার্মানী এবং যুক্তরাজ্যের জলসায়ও যোগদান করেছি। গত বছর প্রথম বার যখন জলসায় যোগ দেই তখন আমার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে যে, এত বিশাল জনগোষ্ঠী বড় এক জামায়েতে একত্রিত হয়েছে আর সব ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে, সবাই সুশৃঙ্খলভাবে

কাজ করে যাচ্ছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখেছেন। প্রথমে আমার মনে হয় যে, এই সবকিছু বাইচান্স বা কাকতালীয়। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, এটি কি বাস্তবেই হচ্ছে। আমার কাছে অলীক বা স্বপ্ন মনে হচ্ছিল। এটি আসলে এক মহান জনসমাবেশ। এরপর আগস্টে যুক্তরাজ্যের জলসায় যোগ দেই। যুক্তরাজ্যের জলসার পর এখন আবার জার্মানীর জলসায় আসি। আমার ধারণা এখন আস্থাপূর্ণ বিশ্বাসে বদলে গেছে যে, জলসার ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত। আমার বয়স ৫২ বছর আর সারা জীবনে আমি এত সুশৃঙ্খল গণসমাবেশ কখনো দেখিনি। জলসার ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। যুক্তরাজ্যেও নয় আর এখানেও নয়। সাংবাদিকরা সচরাচর দেখে খুবই সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তুআহমদীয়াতের সৌন্দর্য এটি যে, তিনি এখানে সবকিছু ভালো দেখেছেন।

এরপর হলেন একজন অ-আহমদী মুসলমান সাংবাদিক সিনাদ সাহেব। তিনি বলেন, জলসা সালানার ব্যবস্থাপনায় আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। যখন আমি জলসায় অংশগ্রহণে সম্মত হই তখন আমার ধারণা ছিল না যে, এমন জলসা হবে আর এত সফল জলসা হবে। জলসা চলাকালে অনেক বিষয় আমার ওপর ইতিবাচক সুগভীর প্রভাব ফেলেছে। জীবনে প্রথমবার আমি দেখেছি যে, এক জায়গায় এত ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ সমবেত হয়েছে আর সবাই সুসভ্য, কারো চেহারায় রাগ বা ক্রোধ ছিল না। কাউকে হেয় মনে করার কোন দৃশ্য আমি দেখিনি। আমার সাথে সবার ব্যবহার এবং আচরণ ছিল খুবই আকর্ষণীয়। তিনি আরো বলেন, খলীফার বক্তৃতায় আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। বক্তৃতার ভাষা ছিল বলিষ্ঠ, যা সবার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর বক্তৃতা মানুষের হৃদয়ের গভীর তলদেশে প্রবেশ করেছে। পরিচ্ছন্নতার মান দেখেও আমি আশ্চর্য হয়েছি। অনেক বড় গণজমায়েত হওয়া সত্ত্বেও টয়লেট ছিল সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমার ওপর এই কথার গভীর প্রভাব পড়েছে। আমার সাথে এক বন্ধু এসেছেন যিনি খ্রিস্টান। জলসার শুরু থেকেই তার ওপর এত গভীর প্রভাব ছিল যে, তা ভাষায় বর্ণনা করার মত নয়। তিনি বলেন, আমি যখন আমার এই অভিব্যক্তি লিপিবদ্ধ করছি তখন আমার সেই বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে বই-পুস্তক পড়ছেন আর জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসও পড়ছেন। আর মেসিডোনিয়ার জামাত জলসায় যে নযম পড়েছিল সেই নযম শুনছেন। অতএব জলসার পরিবেশও নীরব এক তবলীগের ভূমিকা পালন করে যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি।

এরপর বসনিয়ার এক বন্ধুর নাম হলো ডক্টর আদেল। তিনি বলেন, জলসার পুরো ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম নিজ বৈশিষ্ট্যে ছিল অনন্য। তিনি বলেন, ডাক্তার হিসেবে গত ২৫ বছর যাবৎ আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে আসছি, কিন্তু এমন সুব্যবস্থাপনা আর এত শৃঙ্খলা আর কোথাও আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। ইসলামের ভিত্তি হলো আনুগত্য এবং শৃঙ্খলার ওপর, আর এই বৈশিষ্ট্যই আমি এই জলসায় লক্ষ্য করেছি।

আরেকজন অতিথির নাম হলো দানিয়াল সাহেব। তিনি বলেন, এই জলসা ছিল সহস্র সহস্র আধ্যাত্মিক মৃতদের জীবন দানকারী আর সেই আধ্যাত্মিক মৃতদের মাঝে আমিও একজন, যার এই জলসায় অংশগ্রহণে নতুনভাবে আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হয়েছে। তিনি বলেন, যদিও আমি বেশ কয়েক বছর ধরে জামাতভুক্ত কিন্তু ইতোপূর্বে হৃদয়ে সেই আধ্যাত্মিক উষ্ণতা অনুভব করিনি যা এই জলসা আমাকে উপহার দিয়েছে। এখন আমি নতুনভাবে আধ্যাত্মিক জীবন প্রাপ্ত হয়েছি।

এরপর বসনিয়া থেকে একজন অ-আহমদী অতিথি ছিলেন নূরিয়া সাহেব। তিনি বলেন, মানুষের কাছে জলসার কথা শুনতাম কিন্তু কখনো জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি। এবার জলসায় অংশগ্রহণের পর আমার হৃদয়ে অদ্ভুত এক অবস্থা বিরাজ করছে যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আমি অভ্যন্তরীণভাবে বদলে গেছি।

এরপর মানুষ কত নানাভাবে আহমদীদেরকে পরীক্ষা করে তা-ও দেখুন। শুধু এমন নয় যে, মানুষ এখানে এসে নির্বিকার থাকে বরং তারা পরীক্ষা করে দেখতে চায় যে, আহমদীরা কেমন, কোথায় কোথায় তাদের মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তা যেন তা বের করা যায়। একজন সিরিয়ান, আম্মার সাহেব, যিনি জার্মানীতে থাকেন, তিনি বলেন, আমি আসলে জামাতের বিরোধী ছিলাম। আমি আহমদীদের ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বের করা এবং তা প্রচারের মানসে এখানে আসি। এই তিন দিন আমি আমার মোবাইল টেবিলে ফেলে রাখি অথচ চুরি হয়নি। আমি সকল অর্থে ব্যবস্থাপনা এবং মানুষের আচার আচরণ বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখেছি কিন্তু একটি ত্রুটিও চোখে পড়েনি। এই জামাত সম্পর্কে আমি এখন আমার মতামত পরিবর্তন করতে বাধ্য। যদিও এমনভাবে পরীক্ষা করা কোনভাবেই বৈধ নয় কেননা কিছু মানুষ এমন থাকে, যারা টেম্পটেশান বা প্রলোভনের শিকার হয়ে যায় কিন্তু এটি থেকে বোঝা গেল যে, কিরূপ মনমানসিকতা নিয়ে কিছু মানুষ এসে থাকে। তাই প্রত্যেক আহমদীর জলসাকালে বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করে চলা উচিত।

একজন অতিথির সম্পর্ক সিরিয়ার সাথে, তার নাম আলী সাহেব। তিনি বলেন, এক আরব আহমদীর মাধ্যমে জামাতের সাথে পরিচিত হই এবং জামাতের তবলীগী একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ হয় যাতে জামাতের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আমি অনেকটা আশ্বস্ত হই। এরপর স্বপরিবারে জার্মানীর জলসায় যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে জামাতের ব্যবস্থাপনা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখে আমি অভিভূত হই। আপনাদের সাথে সময় কাটানোর এই সুযোগটি আমার জন্য অনেক বড় এক সুবর্ণ সুযোগ। আপনাদের আতিথেয়তা, ভ্রাতৃত্ববোধ, অতিথিদের স্বাগত জানানো এবং অতিথিদের জন্য নিজেদের রাত কুরবান করার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। জামাতে আহমদীয়া নিঃসন্দেহে এক মুসলিম জামাত। এই জামাত ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করে এবং এর অর্থাৎ ইসলামের সৌন্দর্য আমাদের সামনে মেলে ধরে। আমাদের জন্য আবশ্যক হলো এই সুপ্ত সৌন্দর্যকে ভেবেচিন্তে এবং সত্যভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে অন্যদের সামনে প্রকাশ করা।

রোমানিয়া থেকে আগত একজন নতুন বয়আতকারী ফ্লোরিয়ান সাহেব বলেন, জলসার পুরো ব্যবস্থাপনায় আমি গভীরভাবে প্রভাবিত।প্রতিটি ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি সুপরিমিত এবং সর্বোত্তম ছিল। কোন এক কর্মবিভাগ সম্পর্কে এটি বলা কঠিন যে, এতে কোন ত্রুটি বা ঘাটতি রয়েছে। এত বড় গণ সমাবেশের জন্য পরিপূর্ণ এমন ব্যবস্থাপনা হাড়ভাঙ্গা অসাধারণ পরিশ্রম আর বহু বছরের পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি বলেন, ছোট ছোট শিশুরা হাসিমুখে পানি পান করিয়ে এমন আনন্দে অভিভূত হয় যেন কোন হারিয়ে যাওয়া বস্তু তাদের লাভ হয়েছে। এক কথায় প্রতিটি কর্মী নিজ নিজ কাজে ছিল পুরোপুরি নিমগ্ন ও নিমজ্জিত আর মেহমানদের সেবার প্রেরণায় ছিল সমৃদ্ধ। আমি একজন নতুন আহমদী এবং প্রথমবার জলসায় এসেছি। এয়ারপোর্টে নামার পর থেকে জলসার শেষ পর্যন্ত প্রথম পাঠ হিসেবে আমি যা শিখেছি তা হলো সেবা ও ভালোবাসা প্রদর্শন হবে আচরণগত আর সবার সাথে ব্যবহারে থাকতে হবে হাসিমুখ। এরপর বয়আতের অনুষ্ঠানেও তিনি যোগদান

করেন। এ সম্পর্কে তিনি তার অভিব্যক্তি এভাবে তুলে ধরেছেন যে, বয়আতের সময় আমার ভিতর আনন্দের এক হিল্লোল আর বিশেষ এক অনুভূতি বিরাজমান ছিল যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বয়আতের সময় আমি হৃদয়ে এক বিশেষ অবস্থা অনুভব করি আর শিউরে উঠি। আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন একটি চৌম্বক-ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে আর সবাই আকর্ষণের এই আবর্তে আকৃষ্ট হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, এই জলসা আমার কাছে স্বপ্নের চেয়ে কম কিছু ছিল না।

কসোভোর একজন অতিথি বায়রন সাহেব বলেন, অনেকের কাছে জলসা সম্পর্কে শুনেছিলাম কিন্তু খোদার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে, এখন ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করে আমি এসব কথার চাক্ষুষ সাক্ষ্য দিচ্ছি। এখানে শৃঙ্খলা, উন্নত চরিত্র এবং জামাতের দৃঢ় এক ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করেছি। এরপর তিনি প্রশ্ন করেন যে, জামাতী শক্তির রহস্য কি? আমাকে তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, এই শক্তির রহস্য কোথায়? আমি তাকে এই উত্তরই দিয়েছি যে, এই জামাত কোন মানুষের হাতে বানানো নয় বরং রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এটি গঠিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছিল যে, এমন একটি সময় আসবে যখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব হবে এবং তিনি এক জামাত গঠন করবেন। অতএব, এটি খোদার গঠিত জামাত যে কারণে তোমরা এতে এসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করছো। খোদা তা'লার বানানো এই জামাতকে তিনি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে গঠন করেছেন আর জামাতের সদস্য ও আহমদীয়া খিলাফতকে একই মালায় গ্রথিত করেছেন এবং এমন এক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা খোদার কৃপার ছায়ায় লালিত-পালিত হচ্ছে আর উন্নতি করে চলেছে। এটি যদি কোন মানবীয় ব্যবস্থাপনা হতো তাহলে বিগত একশত বছর ধরে যেভাবে এর পথে বিভিন্ন ধরণের বাঁধা-বিপত্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে, অনেক আগেই এই ব্যবস্থাপনা মুখ থুবড়ে পড়তো বা ধ্বংস হয়ে যেতো।

বুলগেরিয়া থেকেও অনেক বড় একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। ৭৬ সদস্য বিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলের মাঝে ২৫ জন আহমদী ছিলেন এবং অন্য সবাই ছিলেন অ-আহমদী। এদের মাঝে ডাক্তার, ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা এবং শিক্ষকও ছিলেন। একজন মহিলা অতিথি মেগডা সাহেবা বলেন, ইউরোপীয় দেশে বহু শরণার্থী আসছে। স্থানীয়রা তাদেরকে ঘৃণা করে যার ফলে এক অস্বস্তিকর পরিবেশের উদ্ভব ঘটছে। এরপর আমাকে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আপনি যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা অন্তর ছুয়ে যায় আর সমস্ত উৎকণ্ঠার সমাধানও। অনুরূপভাবে আপনি নর ও নারীর অধিকার এবং দায়িত্বের প্রতি যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমার ওপর এর গভীর প্রভাব পড়েছে। সুতরাং অমুসলিমদের এই প্রভাবিত হওয়া আমাদের কাছে কিছু দাবিও রাখে, আর তা হলো আমাদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে গভীর সচেতন হওয়া এবং আমাদের কর্মে তা প্রকাশ পাওয়া।

আরেকজন অতিথির নাম হলো সোয়ানুফ সাহেব। তিনি বলেন, প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। প্রতিটি বক্তৃতা থেকে কিছু না কিছু নতুন শিখেছি। বিশেষ করে জলসায় মহিলাদের অধিবেশনে যুগখলীফা প্রদত্ত বক্তৃতা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি ইসলামের আকর্ষনীয় চিত্র তুলে ধরেছেন আজকের যুগে একান্তই যার প্রয়োজন রয়েছে।

এরপর মালটা থেকেও একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করে যাদের মাঝে একজন ডাক্তার ছিলেন। তিনি একজন নাইজেরিয়ান কিন্তু থাকেন মালটায়। তিনি বলেন, বেশ কয়েক বছর পূর্বে ইসলামকে বোঝার জন্য আমি ছয় মাসের একটি কোর্স করি। এই কোর্স করার পর আমার মনে হয়

যে, ইসলামই সেই জায়গা যেখানে আমি যেতে পারি কিন্তু কতক মুসলমানের ভ্রান্ত আচরণ এই আকর্ষণীয় ইমেজ বা চিত্রকে কলুষিত করছে আর এ কারণে আমার আশংকাও হয়। কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাত সেই একমাত্র মুসলমান সংগঠন ইসলামের আকর্ষনীয় চিত্রকে যারা তুলে ধরে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত জিহাদের যেই সংজ্ঞা উপস্থাপন করে যদি পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠি এটি শিরোধার্য করে নেয় তাহলে পৃথিবী শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে এবং সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ারই কথা। তিনি বলেন, জামাতে আহমদীয়া আল্লাহ্ তা'লাকে বিশ্ব প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করে। তারা এ কথা বলে না যে, আল্লাহ্ শুধু মুসলমানদের। আর এ কথাটি আমাকে জামাতে আহমদীয়ার আরো কাছে টেনে এনেছে। তিনি বলেন, যারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা পূর্বে ওহী করতেন ও কথা বলতেন কিন্তু এখন আর তিনি ওহী করেন না এবং কথাও বলেন না , তারা ভ্রান্তিতে নিপতিত। আহমদীয়াত সত্য। খোদা তা'লা আজও বান্দাদের সাথে কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে জলসা সালানায় আমি এসেছি আর এই জলসায় যোগদান এবং খলীফায়ে ওয়াক্তের বক্তব্যাবলী, বিশেষ করে দ্বিতীয় দিন অমুসলিমদের প্রতি তাঁর বক্তব্যের পর আমি বলতে পারি যে, আমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। তিনি আরো বলেন, জিহাদের যে ব্যাখ্যা আহমদীয়া মুসলিম জামাত উপস্থাপন করে এ সম্পর্কে একটি বই প্রকাশ করে মুসলমানদের জন্য পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে পড়ানো উচিত। আর একইভাবে অ-মুসলিমদেরকেও জিহাদের প্রকৃত মর্ম বোঝানো উচিত। তিনি বলেন, আমি এখন মালটার লোকদের মাঝে আহমদীয়াতের তবলীগ করব। তাদেরকে বলবো যে, প্রকৃত ইসলাম তাই যা আহমদীয়াত উপস্থাপন করে। আর এই ইসলাম হলো শান্তি এবং নিরাপত্তার বাণী। এখন আমরা জামাতে আহমদীয়ার হাতে হাত রেখে আমাদের দেশে আহমদীয়াতের বাণী প্রচার করব।

মালটা থেকে জলসায় যোগাদানের জন্য তিন জন খ্রিস্টান মহিলাও এসেছিলেন। দ্বিতীয় দিন মহিলাদের তাবুতে অতিবাহিত করার পর তারা আমাদের মুবাল্লিগকে বলেন, আজকে মহিলাদের সাহচর্যে সময় কাটানোর যে সুযোগ আপনি করে দিয়েছেন সেটি আমরা বেশি উপভোগ করেছি। সেখানে আমরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছি। মহিলাদের মাঝে অবস্থান করে আমরা নিজেদের ভেতরকার স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। জলসার বাকি সময়টা আমরা মহিলাদের সাথেই কাটাতে চাই।

অতএব সেসব আহমদী মেয়েদের জন্যও এতে শিক্ষনীয় দিক রয়েছে যারা মনে করে বা যারা অন্যদের কথায় প্রভাবিত হয়ে বলে যে, নর ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তাদের আলাদা স্থানে বসা উচিত নয়। আর এই ধারণা অনেক যুবক যুবতীর মাথা বিষিয়ে তুলেছে।

লাতভিয়া থেকে আগত একজন উকিল আরওয়ার্ড সাহেব বলেন, প্রথমবার জলসা সালানায় যোগদানের সুযোগ হয়েছে। জলসায় অংশগ্রহণের পূর্বে জামাতে আহমদীয়া সম্পর্কে খুব বেশি একটা জানা ছিল না। এই দিনগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়েছে। আমি আমার জীবনে আপনাদের চেয়ে বেশি ভালোবাসা পোষণকারী, সাহায্যকারী এবং সেবা প্রদানকারী মানুষ দেখিনি। জলসা সালানায় যোগদান করা আমার জন্য গর্বের কারণ। ফিরে গিয়ে আমি আমার জীবন সম্পর্কে দ্বিতীয়বার চিন্তা-ভাবনা করবো।

আরেকজন অতিথি ছিলেন টিনা। তিনি বলেন, জার্মানীর জলসা সালানায় মহিলাদের তাবুতে প্রদত্ত বক্তৃতায় মহিলাদের অধিকার এবং তাদের ওপর মহানবী (সা.)-এর অনুগ্রহ সংক্রান্ত বক্তৃতা ছিল যাতে ইসলামে মহিলাদের পদমর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি আমার ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এখন আমি বলতে পারি যে, ইসলামে মহিলাদের গুরুত্ব কত বেশি। মহিলাদের অধিবেশনে হুযূরের বক্তব্যে আমি খুবই আনন্দিত আর আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে, ইসলাম কত অসাধারণভাবে মহিলাদের সাথে সমান অধিকারের নির্দেশ দিয়েছে এবং নর ও নারীর অধিকার স্পষ্ট করে দিয়েছে। এই বক্তৃতা শোনার পর এই বিষয়ে আমার জ্ঞান অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেলজিয়াম থেকে আগত আরেকজন অ-আহমদী মুসলমান অতিথি যিনি সেনেগালের অধিবাসী তিনি বলেন, আমি অনেক অ-আহমদী অধিবেশন এবং অনুষ্ঠান আর বৈঠকে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এখানে যে ব্যবস্থাপনা দেখেছি তা আর কোথাও চোখে পড়েনি। একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, জলসা গাহ্-য় এক ব্যক্তি চেয়ার থেকে পড়ে যায়। তখন সেখানে উপস্থিত সমস্ত কর্মী তার সাহায্যের জন্য ছুটে আসে, যেন সেখানে তিনিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। এই দৃশ্য দেখে আমি ভাবলাম যে, এখানে সবাইকে এত শ্রদ্ধা এবং সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয়। সবার সাথে সমান ব্যবহার করা হয়। আমার জন্য আজকের যুগে এই ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করা এ কথার স্বাক্ষ্য বহন করে যে, এটিই ধর্মের সংস্কার। জামাতে আহমদীয়াই আজ সত্যিকার অর্থে ইসলামী শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আরো বলেন, আমি আরেকটি কথার সাক্ষ্য দিতে চাই। আজকাল ইউরোপের অধিকাংশ দেশে পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যান্য সমাবেশ বা গণজমায়েতে পুলিশের উপস্থিতি প্রকট ভাবেই দেখা যায়। কিন্তু এখানে চল্লিশ হাজার মানুষের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এই তিন দিনে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুর্ঘটনা এখানে ঘটেনি আর এদেশের কোন এক পুলিশকেও দেখা যায়নি। আমি এটিও জানি না যে, এখানকার পুলিশের পোষাক বা ইউনিফর্মের রং কি। এটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, আহমদীয়াত ইসলামের শিক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝেছে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ কারণেই জলসার পরিবেশ এত শান্তিপূর্ণ।

লিথুনিয়া থেকে আগমনকারী একজন মহিলা অতিথি বলেন, আমার দেশ লিথুনিয়ায় একটি প্রবাদ বাক্য রয়েছে যে, সবসময় শেখো, শেখো, আরো একবার শেখো। এই তিন দিনে ইসলাম সম্পর্কে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম মানুষের প্রাপ্য অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি ফিরে গিয়ে ইসলাম আহমদীয়াতের বাণী অন্যদের মাঝে প্রচার করব। একই সাথে আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে, এই জলসার পর আমার জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আমি নিজের মাঝে এক মহান পরিবর্তন অনুভব করছি। আমি আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আশা করি আপনাদের জলসায় আমি পুনরায় আসব।

আরেকজন অতিথির নাম হলো মিস্টার আরাল্ডো। তিনি একজন একাউন্ট্যান্ট। তিনি বলেন, জলসা সালানা আমার হৃদয়ে মুসলমানদের জন্য ভালোবাসা সঞ্চার করেছে। মুসলমানরা যুদ্ধ নয় বরং শান্তি চায়। আইসিস ইসলামের সঠিক চিত্র তুলে ধরে না। তারা যা করছে তা তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিস্বার্থোদ্ধার। আরেকজন নতুন বয়আতকারী নাদীম সাহেব বলেন, এটি আমার তৃতীয় জলসা যাতে আমি অংশগ্রহণ করছি। এ সবই সুন্দর স্বভাব-চরিত্রের কথা আর আমি যেমনটি বলেছি

যে, আমাদের সকল আহমদীর স্বভাব চরিত্র উন্নত হওয়া উচিত। শুধু অ-আহমদীদের সাথে বা নতুন বয়আতকারীদের সাথে নয় বরং আমাদের পরস্পরের সাথেও অনেক বেশি স্নেহ, দয়া এবং মায়া-মমতার ব্যবহার করা উচিত আর মনোমালিন্য দূরীভূত করা উচিত। আমি জলসাতেও এটি বলেছি। সেই অতিথি বলেন, এটি আমার তৃতীয় জলসা। এই অধম দু'মাস পূর্বে জীবিকার উদ্দেশ্যে জার্মানী আসে। একদিন নামাযের জন্য আমার বাইতুস সুবুহ্ আসার ইচ্ছা হয় এবং ট্যাক্সি যোগে সেখানে আসার সুযোগ হয়। দৈবক্রমে সেই ট্যাক্সি এক আহমদী ভাইয়ের ছিল। ঐ আহমদী ভাই যে পরম স্নেহ ও মমতার সাথে আমাকে বুকে টেনে নিয়েছেন সেই ভালোবাসা ছিল অনন্য এবং অতুলনীয়। আর আমি বুঝতে পেরেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মান্যকারীদের মাঝে যে ভালোবাসা দেখতে চেয়েছেন এটি তারই এক প্রতিফলন মাত্র।

যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, আল্লাহ্‌র ফযলে আরো অনেকেরই মনের রেখাপাত বা অভিব্যক্তি এমনই। এটি খোদা তা'লার কৃপা যে, তিনি আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখেন আর মোটের ওপর মানুষের ওপর জলসার ভালো প্রভাব পড়ে থাকে কিন্তু কতক মানুষ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ঘাটতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বা দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন। কোন কোন অতিথি বলেছেন, এবার অনুবাদ শোনার জন্য যে সমস্ত ডিভাইস বা যন্ত্র ছিল সে ক্ষেত্রে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। এর পূর্বে এমন অভিযোগ আসেনি, হয়তো এবারই প্রথম হয়েছে। অনেক সময় অনুবাদ চলাকালে বিভিন্ন শব্দ কানে আসে এবং তাতে অন্য ভাষারও মিশ্রণ ঘটে। আমার নিজেরও এর অভিজ্ঞতা হয়েছে। জার্মানদের একটি অনুষ্ঠানে আমি অনুবাদ শুনছিলাম তখন উর্দূ অনুবাদের সাথে অন্য ভাষার অনুবাদের মিশ্রণ ঘটে এবং বারবার এই সমস্যা দেখা দেয়। ব্যবস্থাপকদের এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। শুধু অর্থ সাশ্রয়ের কথা না ভেবে ভালো ডিভাইসের ব্যবস্থা করুন।

মেসিডোনিয়ার একজন অ-আহমদী ভদ্র মহিলা তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, এটি তেমন উল্লেখ করার মত বিষয় নয় কিন্তু তবুও বলছি। আমরা এমন খাবার পেয়েছি যে খাবারে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম না। এর ফলে আমাদের অনেকের কিছু সমস্যাও দেখা দেয়। আরেক ভদ্র মহিলা এটিও বলেছেন যে, আমাদের খাবারে এমন মসলা ছিল যার কারণে আমরা খাবার খেতে পারিনি এবং আমাদের জন্য সেটি খাওয়া কষ্টকর ছিল। বিদেশীদের খাবারের ব্যবস্থা তো আলাদা হতে পারে, এটি ব্যবস্থাপকদের দায়িত্ব। এদের সংখ্যা এত স্বল্প হয়ে থাকে যে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা কঠিন কিছু নয়। আমরা মনে করি যে, পাস্তা বানালেই হলো, সবাই পাস্তা খেয়ে নিবে। কিন্তু সবাই পাস্তা পছন্দ করে না। কোন কোন অঞ্চলের মানুষ ঝোল বা এই জাতিয় খাবার পছন্দ করে যা পাতলা হয়। এসব অঞ্চল বা দেশ থেকে যারা আসে তাদের জন্য মুরুব্বী বা মুবাল্লিগদের মাধ্যমে তাদের খাবারের মেনু বা খাদ্যাভ্যাসের সংবাদ নিয়ে তা প্রস্তুত করা কঠিন কিছু নয়। অতএব এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। আরেকটি বিষয় আমি অবগত হয়েছি যে, মহিলা অতিথিদের মার্কিতে আহমদী মহিলারাও গিয়ে একত্রিত হতো। তাই আমাদের মহিলাদের এদিকে মনোযোগ দিতে হবে আর বিশেষভাবে লাজনার ব্যবস্থাপনার এদিকে মনোযোগ দিতে হবে যে, আমাদের মেয়েরা বা মহিলারা যেন এই তিন দিন পরহেযি বা বিশেষ খাবার না খেয়ে সাধারণ লঙ্গরখানায় খাবার খায়, তাহলে অতিথিদের খাবার খাওয়া এবং খাওয়ানো সহজসাধ্য হবে।

এরপর এক ভদ্রমহিলা সরাসরি আমাকে প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞেস করেছেন, তার কথার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল, তিনি এটি বলতে চেয়েছেন যে, অনেক আহমদী মহিলার অবয়ব নামাযের সময়ও সঠিক হয় না, মহিলাদের চুল দেখা যায়, মাথা খোলা থাকে, পুরোপুরি ঢেকে রাখা হয় না। তার এই আপত্তি সঠিক ছিল। চুল সম্মুখ এবং পিছন দিক থেকে ঢেকে রাখা উচিত। তাই আপনারা এই বিষয়ে সাবধান থাকুন। এরপর কেউ কেউ আপত্তিমূলকভাবে বা অভিযোগ আকারে এবং দোয়ার অনুরোধ করেও পত্র লিখেছেন যে, ভবিষ্যতে যেন এই ব্যবস্থার সংশোধন হয়ে যায় যে, যাদের শিশুরা বেশি ছোট আর তুলনামূলকভাবে বড় শিশু যারা বেশি হৈচৈ করে তাদের মায়েদের জন্য বসার ব্যবস্থা পৃথক হওয়া উচিত কেননা হৈহুল্লোড় এবং হট্টগোলের কারণে বক্তৃতা শোনাই সম্ভব হয় না। তাহলে বসে থাকার কোন মানে হয় না। এছাড়া কেউ কেউ এদিকেও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, মেয়েদের সনদ বা পদক যখন দেয়া হচ্ছিল তখন এমটিএ খুব কাছে থেকে তাদের চেহারার ক্লোজআপ দেখানো আরম্ভ করে অথচ আমার স্পষ্ট নির্দেশনা হলো দূর থেকে দেখাবেন যেন চেহারা দেখা না যায়। প্রথমত সব মেয়েরই পর্দা সঠিক হওয়া উচিত। আর তা না হলেও এমটিএ-র সাবধান থাকা উচিত। তাদের নতুন কর্মীদের যদি এর সঠিক ধারণা না থাকে বা তাদেরকে যদি শিখানো না হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপনার এই বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। এছাড়া পর্দা সংক্রান্ত কিছু কথা রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্ আমি লাজনার বিভিন্ন সদরদেরকে পরবর্তীতে পাঠিয়ে দিব। এখানে তা বলার প্রয়োজন নেই।

জলসার দিনগুলোতে আমরা জলসার কল্যাণে বা বরকতে যেখানে কল্যাণমন্ডিত হই এবং তা আমাদের তরবীয়ত তথা সুশিক্ষা এবং অ-আহমদীদেরকে তবলীগের সুযোগ নিয়ে আসে সেখানে আমাদের দুর্বলতা এবং ভুল ভ্রান্তির ওপরও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখা উচিত। এ কথা বলার আমার প্রয়োজন নেই বা প্রত্যেকবার সব দুর্বলতার কথা বলা বা সেগুলোকে চিহ্নিত করা আমার জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, দুর্বলতা এবং ত্রুটি বিচ্যুতি থেকেই থাকে। কোন ব্যবস্থাপনাই কখনো শত ভাগ নিখুঁত হতে পারে না। আমরা খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, যেভাবে তিনি আমাদের দুর্বলতাকে ঢেকে রেখেছেন সেভাবে আমাদের ব্যবস্থাপনারও আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। দুর্বলতা এবং ভুল ভ্রান্তিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সেগুলো অনুসন্ধান করুন যে, কোথায় কোথায় আমাদের দুর্বলতা এবং ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গিয়েছে। এরপর পূর্বেও আমি বলেছি যে, একটি রেড বুক বা লাল খাতা থাকা চাই যাতে সব ভুল ভ্রান্তির নোট থাকবে আর ভবিষ্যতে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করুন। এভাবে আমাদের ব্যবস্থাপনা উন্নত হতে পারে। অফিসার জলসা সালানার দায়িত্ব হলো জলসার পর সব বিভাগের সাথে মিটিং করা। তাদের বলুন যে, আপনারা স্ব স্ব বিভাগের দুর্বলতা গুলো লিখে আনুন। যেখানেই কোন দুর্বলতা দেখেন তা লিপিবদ্ধ করুন যেন পরস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে এর উন্নত সমাধান সামনে আসে আর পরবর্তী বছরের ব্যবস্থাপনা যেন আরো উন্নত হয়। সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে সংশোধনযোগ্য এমন কোন বিষয় যদি সামনে আসে যা মনোযোগ চায় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে উদার মনের পরিচয় দিয়ে সেই অভিযোগ দূর করার জন্য ভবিষ্যতে আরো যথাযথ এবং দৃঢ় পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এই সফরকালে কয়েকটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের আবার কতিপয় মসজিদের উদ্বোধনেরও সৌভাগ্য হয়েছে। আর এসব কার্যক্রম তবলীগেরও কারণ হয়ে থাকে। অ-আহমদী অতিথিরা এসে ইসলাম সম্পর্কে যখন তথ্য সংগ্রহ করেন এসব কথা তখন তাদের কাছে আশ্চর্যজনকই বোধ হয় যে, ইসলামী শিক্ষার এই দিকটা তো পূর্বে কখনো আমাদের নযরে পড়েনি আর না কখনো আমাদেরকে তা দেখানো হয়েছে। এখন এ সম্পর্কিত কিছু অভিব্যক্তিও উপস্থাপন করছি।

একটি মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একজন স্প্যানিশ খ্রিস্টান বলেন, আমার এক ছেলে এক বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এতে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হই কেননা আমি ক্যাথলিক খ্রিস্টান। আমি আমার নিজ ধর্মের ওপর কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত। আমার আক্ষেপ ছিল যে, আমার ছেলে কোথায় গিয়ে পৌঁছল। ইসলামকে আমি ক্ষতিকর মনে করতাম। যাহোক আজ আপনাদের খলীফাকে দেখেছি এবং তাঁর কথা শুনেছি। আর আমার সত্যিকার শান্তির উপলব্ধি হয়েছে। আমি এখন আশ্বস্ত যে, আমার ছেলে ভালো জায়গায় এসেছে।

এরপর আরেকজন মহিলা অতিথি কেরুলা সাহেবা বলেন, আমার কিছুটা খারাপ লেগেছে আর আক্ষেপও হয়েছে এজন্য যে, আপনাদের খলীফাকে বারবার এই কথা বলতে হয়েছে যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু আমি এটিও বুঝি যে, পৃথিবীতে আজকাল ইসলাম সম্পর্কে যে অপপ্রচার চলছে এবং এত ভ্রান্ত কথা ইসলামের প্রতি আরোপ করা হয় যে, মানুষকে বোঝানোর জন্য এ কথা বারবার বলা আবশ্যকও। তিনি আরো বলেন, খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টি তিনি বর্ণনা করেছেন যে, ইসলাম শান্তি বিচারকারী। বিষয়টিকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা কোন বিরোধীও খন্ডন করতে পারবে না। তাঁর বাণী স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত, সবারই উচিত একে অন্যকে বুকে টেনে নেয়া আর প্রেম, প্রীতি ও সৌহার্দের মাঝে জীবন যাপন করা। আহমদীয়া মসজিদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই তবে আমার একটি আক্ষেপ হলো মসজিদ এবং গির্জার মর্যাদা সমান, মসজিদ মুসলমানদের ইবাদতের স্থান আর গির্জা খ্রিস্টানদের, উভয়টির মর্যাদা যদিও একই তবুও শহরের কেন্দ্রে গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেয়া হয় আর মসজিদ নির্মাণ করতে হয় শহরের বাইরে, নামাযীদের আসতে হয় দূর থেকে। কাউন্সিল শহরে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি কেন দেয় না। এখন তাদের মাঝেও এমন লোক দন্ডায়মান হচ্ছে যারা পূর্বে মসজিদের বিরোধী ছিল কিন্তু এখন এসব অনুষ্ঠান মালার কারণে মসজিদের সমর্থনে তারাই কথা বলছে। এসব মসজিদের উদ্বোধনের কল্যাণে তার কথা হলো আমাদের মসজিদও শহরের কেন্দ্রেই নির্মিত হওয়া উচিত।

মেয়র সাহেব এক জায়গায় বলেন, আমার বড় গর্ব ছিল আমি আপনাদের জামাতকে জানি কিন্তু আজকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ করে ইসলামী সহানুভূতির ভিত্তিতে সারা পৃথিবী জুড়ে আপনাদের সাহায্য কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয় জানতে পারায় আরো কিছু শিখে নেয়ার সুযোগ হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি কিছুটা বলেছিলাম। খলীফার এই বক্তব্য শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, ইসলাম গির্জার সুরক্ষারও শিক্ষা দেয় আর অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

এরপর আরেকজন অতিথি মি. স্টিফেন বলেন, আমি যা ভেবেছিলাম তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ঘটনা এটি। আমার ধারণা কি ছিল আমার এখন স্মরণ নেই, তবে এটি যে মোটেও তেমন ছিল না বরং সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এক পরিবেশ ছিল যাতে খলীফায়ে ওয়াক্ত অন্যদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান, তাদের নিরাপত্তা দিয়ে সুরক্ষা প্রদান এবং পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কথা বলেছেন। তিনি

বলেন, আমি আজ ইসলামের মৌলিক নীতি শিখতে পেরেছি। আর এই কথা শুনে আমার খুবই ভালো লাগে যে, খলীফা বলেছেন, আমাদের দৃষ্টি নিজেদের ভালো গুণাবলীর ওপর নিবদ্ধ রাখা উচিত আর পরস্পরের দুর্বলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করা উচিত। আমার কাছে এটিও ভালো লেগেছে যে, তিনি ইসলামী ইতিহাস তুলে ধরেছেন এবং এটিও বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নিজের ঘর থেকে কিভাবে হিজরত করতে হয়েছে কিন্তু এরপরও তাঁর ওপর যুলুম এবং অত্যাচার চালানো হয়েছে। আমার এমন মনে হয়েছে, তিনি যেন ইসলাম সম্পর্কে রহস্যাবৃত এক গ্রন্থ উন্মোচন করছেন যা পূর্বে কেউ জানতো না।

আরেকজন মহিলা অতিথি বলেন, প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্কের প্রেক্ষাপটে খলীফার বার্তা বা বাণী এবং বক্তব্য শুনেছি। প্রতিবেশী সংক্রান্ত এমন মহান শিক্ষার কথা পূর্বে কখনো শুনিনি। আপনাদের খলীফা যেভাবে বলেছেন সবাই যদি সেভাবে প্রতিবেশীর অধিকার দেয়া আরম্ভ করে তাহলে পৃথিবী এক শান্তিধামে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেন, খলীফা বলেছেন যে, **"নিজের অধিকার দাবি করার পরিবর্তে অন্যের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান কর"**। নিঃসন্দেহে এটি হতে পারে 'শান্তির পূর্ণ সংজ্ঞা'।

এই মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেই অঞ্চলের জেলাপ্রধানও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার বক্তৃতায় এ কথাও বলেছেন যে, আহমদী নারী বা আহমদী মহিলাদের সাথে (তাদেরকে) করমর্দনে যে নিষেধ করা হয় এর ফলে ইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ সামাজিক মেলবন্ধন তৈরি হতে পারে না। অর্থাৎ আপনারা আমাদের সমাজের অংশে পরিণত হতে পারেন না যতক্ষণ আমাদের মহিলারা আপনাদের পুরুষদের সাথে করমর্দন না করবে আর আপনাদের মহিলারা আমাদের পুরুষদের সাথে করমর্দন না করবে। তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর আমার যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল তাতে আমি এই প্রশ্নের উত্তর দেই। এরপর সেই ভদ্রমহিলা মন্তব্যকালে বলেন, আমি খুবই আনন্দিত যে, খলীফা করমর্দনের প্রেক্ষাপটেও আলোচনা করেছেন। আবশ্যক নয় যে, এই কক্ষে উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি খলীফার কথার সাথে একমত হবে কিন্তু আমি তাঁর কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত। অন্যদের মূল্যবোধকে আমাদের সাধুবাদ জানানো উচিত। এই কথাই আজ আমি আপনাদের খলীফার কাছে শিখেছি যে, ইন্টিগ্রেশনের জন্য উভয় পক্ষের সমঝোতা আবশ্যক। আমি জানি যে, মুসলমানরা শুকরের মাংস খায় না। তাই আমি যদি মুসলমানদের আমার ঘরে নিমন্ত্রণ জানাই তাহলে তাদের জন্য ভিন্ন কোন মাংস রান্না করব। এটি তো অতি সামান্য এক কথা। অনুরূপভাবে, মুসলমান পুরুষরা যদি আমার সাথে করমর্দন করতে না চায় তাহলে আমি কেন তাদেরকে বাধ্য করতে যাব।

এরপর একজন জার্মান পুরুষ বলেন, আমি এই বক্তব্য শুনে খুবই আনন্দিত যাতে আপনাদের খলীফা পুরুষ ও মহিলা পরস্পর করমর্দন সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বক্তৃতা শোনাটা ছিল আমার জন্য সম্মানজনক। তিনি সেই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যা কোনভাবে খন্ডন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে এটি কোন সাধারণ বিষয় নয় যে, মুসলমান পুরুষেরা মহিলাদের সাথে করমর্দন করে না কিন্তু খলীফা একেবারে সঠিক কথাটি বলেছেন, শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণু এক সমাজে আমাদের পরস্পরের ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

এরপর সেই মহিলা যিনি জেলা প্রধানের সাথে এসেছেন এবং যার কারণে জেলা প্রধানকে বলতে হয়েছে যে, মহিলাদের সাথে করমর্দন করা উচিত। এছাড়া সেই ভদ্র মহিলা মসজিদের ভিত্তি

প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেও এসেছিলেন এবং মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও এসেছেন। তিনি বলেন, পূর্বে তার খুবই ক্ষোভ ছিল যে, পুরুষ ও মহিলা পরস্পর কেন করমর্দন করে না। কেননা তাকে পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, আমি করমর্দন করব না। যাহোক তিনি বলেন, আমি খুবই আনন্দিত যে, খলীফা মি. গেমকি, যিনি জেলাপ্রধান ছিলেন, তার পক্ষ থেকে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। গত বছর যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন তাতে লেখা ছিল যে, আহমদী পুরুষরা মহিলাদের সাথে করমর্দন করবে না। এটি পড়ে আমি ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু আজকে খলীফা যেভাবে করমর্দনের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন তা পত্র পাঠানোর পূর্বে যদি আমাকে জানিয়ে দেয়া হতো তাহলে তাৎক্ষনিকভাবে আমি বুঝতে পারতাম। যদিও আমি মনে করি যে, পুরুষ ও মহিলা করমর্দন করতে পারে কিন্তু আপনাদের খলীফার বক্তব্য আমার দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দিয়েছে যে, আমাদের নিজেদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান অন্যদের ওপর চাপানো উচিত নয় এবং অন্যদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত।

অতএব একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজেদের ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠানের বিষয়ে অন্যদের সাথে যখন কথা বলবেন তখন প্রজ্ঞার সাথে বলা উচিত যেন আপনাদের কথা তাদের কর্ণগোচরও হয় আবার তাদের আবেগ অনুভূতিতেও আঘাত না আসে। এখন এই ভদ্র মহিলা যিনি গির্জার প্রতিনিধি ছিলেন, যার কথা আমি উল্লেখ করলাম, তিনি ঠিকই বলেছেন যে, পত্রে আমাকে এটি লেখার কি প্রয়োজন ছিল যে, আমরা মুসাফাহ্ বা করমর্দন করি না, তাই তুমি আসবার পর করমর্দনের চেষ্টা করো না। ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে আমরা তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঠিকই কিন্তু স্মরণ রেখো যে, করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেবে না, এরূপ আগ বাড়ানো স্বভাব দেখাবে না। এটি লেখার মত কোন বিষয় নয় যে, কারো ক্ষেত্রে এমন আশংকা থাকলে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রয়োজন নেই। এরপর মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অবশ্য এদিক থেকে ভালো হয়েছে যে, জেলা প্রধান বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করার কারণে আমারও কিছুটা বিস্তারিত উত্তর দেয়ার সুযোগ হয়। আমিও ভীতির সাথে কিছু বলিনি বরং তাদের সামনে পরিষ্কার কথা বলেছি কিন্তু বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞার সাথে বলেছি। আর জেলাপ্রধানও হয়তো এত সুস্পষ্ট উত্তরের আশা করেননি কেননা তিনি নিজেই পরে এ কথা বলেছেন আর একই সাথে আনন্দিতও ছিলেন যে, আমার কথায় তার উত্তর এসে গেছে। এছাড়া তিনি এটিও বলেছেন যে, আমার যুক্তিকে তিনি খুব সুন্দরভাবে খন্ডন করেছেন। সুতরাং স্মরণ রাখবেন জোর জবরদস্তি করে কাউকে কোন কিছু মানানোর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই, কিন্তু আমাদের শিক্ষা থেকেও আমরা বিচ্যুত হতে পারি না। আমাদের ধর্মীয় কোন বিষয়ে লজ্জা পাওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলামী শিক্ষা এমন মহান শিক্ষা যে, কোন আহমদী ছেলে বা মেয়ের এবং নর ও নারীর হীনমন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। জগতবাসীকে যদি ইসলামের পতাকাতলে আমাদের সমবেত করতে হয় তাহলে সব বিষয়ে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে এবং সৎসাহস প্রদর্শন করতে হবে। এই ভদ্র মহিলা যার কথা আমি উল্লেখ করেছি তিনি বলেন, ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত বার্তা আমি পেয়েছিলাম। আমার সব কথা শুনার পর আমি যা এতক্ষণ বললাম সেসব কথা ছাড়া তিনি এটিও বলেছেন যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে এক বছর ধরে আমি বড় মানসিক কষ্টে ছিলাম। আমার কাছে এমন মনে হচ্ছিল আমাকে যেন অপদস্থই করা হয়েছে। আর মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানের পর

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ফিরে যাই। আজও এখানে এসে গেছি ঠিকই কিন্তু আমি অস্বস্তিতে ছিলাম। তবে আপনার সব কথা শুনার পর আমি এখন হাসিমুখে ফিরে যাচ্ছি। আর হাত মিলানো বা করমর্দন করা বা না করার বিষয়ে আপনারা পুরোপুরি স্বাধীন। এছাড়াও অনেকে এ বিষয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন যে, আমরা এখন সত্যিকার ইন্টিগ্রেশনের বিষয়টি বুঝতে পেরেছি। আর সেই সাথে সত্যিকার খিলাফতের বিষয়টিও বুঝতে পেরেছি। এছাড়া এক ব্যক্তি এ কথাও বলেছেন, আর এটি এমন একটি কথা যা সব আহমদী পুরুষ ও মহিলাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এক যুবকের কথা এটি, তিনি বলেন, আপনাদের খলীফা বয়োঃবৃদ্ধ মানুষ এবং সেই সাথে খলীফাও, তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হয়তো এই শিক্ষা মেনে চলেন কিন্তু আপনাদের এই শিক্ষা যা কিনা ইসলামী শিক্ষা, আপনাদের এটি মানার প্রমাণ আমরা তখন পাব যখন আমরা বাস্তবে দেখব যে, আপনাদের ছেলে, মেয়ে, যুবক, যুবতী, নর ও নারীরা এই শিক্ষা শিরোধার্য করে কিনা এবং এই শিক্ষা অনুসারে পুরুষরা মহিলাদের সাথে বা মহিলারা পুরুষদের সাথে করমর্দন করা এড়িয়ে চলে কিনা। তিনি বলেন, আহমদী যুবক যুবতীরা যদি এটি মেনে চলে তাহলেই আমি বুঝবো যে, সত্যিই আপনারা আপনাদের শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব এটি এখানে বসবাসকারী সকল আহমদী নর ও নারীর জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ যা এই ব্যক্তি আহমদী পুরুষ এবং মহিলাদের প্রতি ছুড়ে দিয়েছে। এখন এটি আপনাদের দায়িত্ব যে, কোন প্রকার হীনমন্যতার শিকার না হয়ে নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও মেনে চলুন আর তাদরেকে বুঝিয়ে দিন যে, ইউরোপে এসেও ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে মেয়েরাও নিজেদের পোষাক এবং পর্দা সম্পর্কে যত্নবান হোন। নিজেদের লজ্জাশীলতা এবং সম্ভ্রমে কোন প্রকার আঘাত আসতে দিবেন না। লাজনাদের সংগঠনের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। অনুরূপভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সংগঠনকেও খোদ্দামের তরবীয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। একইভাবে আনসারুল্লাহ্‌রও নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হলে চলবে না। সব সংগঠন এবং জামাতী ব্যবস্থাপনা, জামাতের নিয়মিত সদস্য এবং সাধারণভাবে সব সদস্যদের ব্যবহারিক দুর্বলতাকে সামনে রেখে তরবীয়তি বা প্রশিক্ষনমূলক প্রোগ্রাম প্রণয়ন করুন এবং সে অনুসারে সর্বোত্তম ফলাফল লাভের চেষ্টা চালিয়ে যান। অন্যরাও অর্থাৎ অ-আহমদীরাও এখন আপনাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আরম্ভ করেছে আর তারা লক্ষ্য করবে যে, আপনাদের আমল কেমন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন।

এছাড়া আমি এ কথাও বলতে চাই যে, জলসা এবং মসজিদ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার সম্পর্কে ইতোমধ্যে আশিটির বেশি অনুষ্ঠান প্রচার মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। আর বলা হয়, দর্শক এবং শ্রোতার আনুমানিক সংখ্যা প্রায় বাহাত্তর মিলিয়ন হবে। জার্মানীর জলসায় পাঁচটি টিভি চ্যানেল সংবাদ প্রচার করেছে যার মাঝে একটি রেডিও চ্যানেল, তিনটি পত্রিকা এবং দু'টো নিউজ এ্যাজেন্সি ছিল। এছাড়াও আরো অনেক পত্রিকা ও সাময়িকি রয়েছে। টেলিভিশন চ্যানেল হলো, এস ডব্লিউ আর টিভি, ভেদান টিভি, আর টি এল টিভি, যেড ডি এফ টিভি এবং আলবেনিয়ান টিভি এছাড়া আরো বহু পত্র-পত্রিকায় সংবাদও ছাপানো হয়েছে।

খুতবা শেষে নামায অন্য এক হলে হবে। খুতবা আমি এখানেই দিয়েছি কিন্তু জায়গা সংকুলান হবে না বলে নামায পড়তে হবে ছোট এক কক্ষে, রিসিপশনে গিয়ে। আপনারা এখানেই অপেক্ষা

করুন যতক্ষণ আমি সেখানে না পৌঁছাই। নামায আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত আপনারা এখানেই বসুন, পরে নামাযে অংশ নিন।

গতবার যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন লাজনা এবং আনসারুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে জায়গা ক্রয় করা হয়েছে এবং যার নাম রাখা হয়েছে 'বায়তুল আফিয়াত' সেখানে খোলা হলরুম ছিল এবং নামাযের জন্য জায়গাও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কিছু বিধি নিষেধ বা আপত্তির কারণে, যার সমাধান এখনো করা হয়নি, ফলে নামায পড়ার সেখানে জায়গা পাওয়া যায়নি। আর এ কারণে আজকে মহিলাদেরকেও জুমুআয় আসতে বারণ করে দেয়া হয়েছে। তাই শুধু পুরুষরাই এসেছেন জুমুআর জন্য। অথচ এতগুলো দিন কেটে গেছে, লাজনা এবং আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব ছিল আপনারা এই বিল্ডিং যখন ক্রয় করেছেন এর সমস্ত আইনী দাবি তখনই পূরণ করা আবশ্যক ছিল এবং স্বল্পতম সময়ে সেই বিল্ডিংকে ব্যবহারযোগ্য করে নেয়া উচিত ছিল। জানা নেই, লাজনা এবং আনাসার হয়তো এজন্য বসে আছেন যে, কাউন্সিল আমাদের কাছে আসবে আর করজোড়ে বলবে যে, তোমরা তোমাদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে নাও, এটি হবে না। নিজেদের কাজের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে আপনাদেরকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। একইভাবে আমীর সাহেব এবং জায়েদাদ বিভাগও যদি এতে সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তাদেরও তাৎক্ষনিকভাবে এই ক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত ছিল। এটি যেন না হয় যে, আগামী কয়েক বছরও এজন্য বসে থাকবেন যে, কাউন্সিল যদি আমাদেরকে অনুরোধ করে তবেই আমরা আমাদের জায়গা ব্যবহারোপযোগী করব। আলস্য পরিহার করুন এবং নিজেদের কাজের দাবি পূর্ণ রূপে মিটিয়ে নিন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।